আলিপুরে জেলা পরিষদ ভবনে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড

আজকালের প্রতিবেদন

আলিপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের দপ্তরে বিধ্বংসী আগুন। বুধবার সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ অগ্নিকাণ্ড ঘটে। দমকলের ১২টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রায় ছ'ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এই ঘটনায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার অতিরিক্ত জেলা শাসক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে আলিপুর থানায় একটি এফআইআর দায়ের করেছেন। লালবাজার জানিয়েছে, ফরেনসিক দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করবে। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় কেউ হতাহত না হলেও বহু সরকারি নথিপত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আগুন লাগার সময় একজন কর্মী ভেতরে আটকে পড়েছিলেন। দমকলকর্মীরা তাঁকে নিরাপদে উদ্ধার করেন। আগুনে নব প্রশাসনিক ভবনের এক কর্মী অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর প্রাথমিক চিকিৎসা করে ছেড়ে দেওয়া হয়।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা প্রশাসনিক ভবনে আগুন। বুধবার। ছবি: অভিজিৎ মণ্ডল

আগুন লাগার খবর পেয়ে প্রথমে দমকলের দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে যায়। এদিকে আগুন ছড়িয়ে পড়ে বহুতলের সাত তলা পর্যন্ত। একের পর এক চাঙড় ভেঙে পড়তে থাকে। আগুনের তাপে অনেক জানলার কাঁচ ফেটে যায়। এরপর দমকলের আরও ১০টি ইঞ্জিন সেখানে পৌঁছোয়। যখন আগুন লেগেছিল, তখন এক কর্মী ভেতরে আটকে পড়েন। বিপদ বুঝে তিনি ছাদে উঠে যান। তারপর সহকর্মীদের ফোন করে জানান যে, তিনি আটকে পড়েছেন। এরপর দমকলকর্মীরা তাঁকে নিরাপদে উদ্ধার করেন।

আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে গিয়ে যথেষ্ট বেগ পেতে হয় দমকলকর্মীদের। একতলা থেকে হোসপাইপের সাহায্যে জল দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন তাঁরা। কিন্তু সেই জল তিনতলার বেশি উঁচুতে পৌঁছোতে পারছিল না। এরই মধ্যে বহুতলের ভেতর থেকে মাঝেমধ্যেই বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। জানালার কাচ ভেঙে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা চালান দমকলকর্মীরা। আশপাশের বহুতল থেকে তিনটি চ্যানেল তৈরি করে দমকলবাহিনী। দুপুরের দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। শ্বাসকষ্ট ঠেকাতে অক্সিজেন মাস্কও আনা হয়েছিল। দমকল কর্মীরা রাত পর্যন্ত কুলিং প্রসেস চালিয়েছে।

রাজ্যের প্রশাসনের একটি বড় অংশের গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্ম পরিচালিত হয় জেলা পরিষদের এই দপ্তর থেকে। আগুন লাগার ফলে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নথির বড় অংশ কার্যত ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে। সূত্রের খবর, ওই বহুতলের চারতলায় কর্মাধ্যক্ষদের ঘর ছিল। সেই সূত্রে জাহাঙ্গির খানেরও সেখানে আসা–যাওয়া লেগে থাকত। সেখানকার সমস্ত নথিপত্র পুড়ে গিয়েছে। এই অগ্নিকাণ্ডের ফলে বহু জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র নষ্ট হয়ে যাওয়ার গভীর আশঙ্কা করা হচ্ছে। যদিও ঠিক কতগুলি দপ্তর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তা স্পষ্ট করেনি দমকলবাহিনী। যেখানে আগুন লেগেছিল, তার পাশেই রয়েছে আলিপুর কোর্টের আইনজীবীদের চেম্বার ও রেজিস্ট্রার অফিস। এছাড়া কাছেই মোটর ভেহিক্যালসের ড্রাইভিং লাইসেন্স পরীক্ষার একটি অফিসও রয়েছে। ফলে অত্যন্ত সংবেদনশীল এই সরকারি চত্বরের এমন একটি অফিসে কীভাবে এই ভয়াবহ আগুন লাগল, তা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। দমকল আধিকারিকদের প্রাথমিক অনুমান, এসি থেকে শর্ট সার্কিটের জেরে এই আগুন লেগেছিল।

অরূপকে এখনই গ্রেপ্তার নয়, পুলিশের কাছে হাজিরা দিতেই হবে

আজকালের প্রতিবেদন

মেসি–মামলায় পুলিশের নির্ধারিত দিনে প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে হাজিরা দিতে নির্দেশ দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য। তবে ৪৮ ঘণ্টা আগে নোটিস দিয়ে ডাকতে হবে অরূপ বিশ্বাসকে। আদালত জানিয়েছে, তদন্তে কোনও স্থগিতাদেশ দেবে না আদালত। তবে গ্রেপ্তারির মতো কড়া পদক্ষেপ এখনই নিতে পারবে না পুলিশ। আদালতের নির্দেশ, তদন্তে সবরকম সহযোগিতা করতে হবে অরূপ বিশ্বাসকে। আদালতের অনুমতি ছাড়া রাজ্য ছাড়তে পারবেন না তিনি। একই সঙ্গে নিম্ন আদালতে পাসপোর্ট জমা রাখতে হবে অরূপ বিশ্বাসকে। বিচারপতির নির্দেশ, এই ঘটনা কেন ঘটল, আলাদা করে তার নিরপেক্ষ তদন্ত করবে পুলিশ। বিধাননগরের পুলিশ কমিশনারের নেতৃত্বে হবে তদন্ত। চার সপ্তাহের মধ্যে কলকাতা হাইকোর্টে রিপোর্ট জমা দিতে হবে বলে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য। আদালত জানিয়েছে, অরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে আর কোনও মামলা আছে কি না তা আদালতে জানাবে পুলিশ। ৪ আগস্ট পরবর্তী শুনানি হবে।

স্বরূপকে নিয়ে টেকনিশিয়ান স্টুডিওতে, বাড়িতে পুলিশ

আজকালের প্রতিবেদন

সুরুচি সঙ্ঘ ক্লাবের পর স্বরূপ বিশ্বাসকে সঙ্গে নিয়ে টালিগঞ্জের টেকনিশিয়ান স্টুডিওতে গেল পুলিশ। ঘটনার পুনর্গঠন ও তথ্য যাচাইয়ের জন্য বুধবার তাঁকে টেকনিশিয়ান স্টুডিওতে নিয়ে যান নিউ আলিপুর থানার তদন্তকারীরা। সুরুচি সঙ্ঘে যাওয়ার আগে স্বরূপকে নিয়ে তাঁর বাড়িতেও পুলিশ যায়। পুলিশের অনুমান, ফেডারেশনের প্রশাসনিক কাজকর্ম, বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ভূমিকা সংক্রান্ত একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সূত্র এই স্টুডিও থেকেই মিলতে পারে। সেই কারণে স্বরূপ বিশ্বাসকে সঙ্গে নিয়ে গোটা স্টুডিও চত্বর ঘুরে দেখেন তদন্তকারীরা এবং বিভিন্ন বিষয়ে তাঁকে প্রশ্নও করা হয়। টলিপাড়ার অন্দরে স্বরূপের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই একাধিক লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছে। সেইসব অভিযোগ ও কার্যকলাপের প্রমাণ সংগ্রহ করতে চান তদন্তকারীরা।

পঞ্জাব নৈশনল বৈংক (भारत सरकार का उपक्रम) pnb punjab national bank (Govt. Of India Undertaking)

এআরএমবি: পশ্চিম মেদিনীপুর
বার্জ টাউন, মেদিনীপুর,
পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭২১১০১
ই–মেল: cs8294@pnb.bank.in
মোবাইল: ৮৪৫১৮৮০৬৬৪

৩০.০৬.২০২৬ তারিখের ই–নিলাম

অ্যানেক্সার–'বি'

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬) ও ৯(১)–এর সংস্থানসমূহ–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত বিবরণযুক্ত এবং সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা গঠনমূলক/ বাস্তবিক/ প্রতীকী দখল নেওয়া নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর থেকে ব্যাঙ্ক/সুরক্ষিত ঋণদাতার পাওনা অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য নীচে লেখা তারিখে **'যেখানে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'যেভাবে আছে'** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। নীচের টেবিলে প্রতিটি সম্পত্তির নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্য ও বায়না জমা (ইএমডি) উল্লেখ করা হয়েছে।

সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলির বিবরণ

ক্রম নং	শাখার নাম অ্যাকাউন্টের নাম ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের অ্যাকাউন্টের নাম ও ঠিকানা	বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ এবং স্বত্বাধিকারীর নাম [সম্পত্তি(গুলি)র বন্ধকদাতাগণ]	ক) সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(২) ধারাধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) বকেয়া অর্থাঙ্ক গ) সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(৪) ধারাধীনে দখলের তারিখ ঘ) দখলের ধরন (প্রতীকী/ বাস্তবিক/ গঠনমূলক)	ক) সংরক্ষণ মূল্য (লক্ষ টাকায়) খ) ইএমডি (লক্ষ টাকায়) গ) বিড বাড়ানোর মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ই–নিলামের তারিখ ও সময় সম্পত্তির ওপর সুরক্ষিত ঋণদাতার জানা দায়ের বিবরণ
১.	**এআরএমবি: পশ্চিম মেদিনীপুর (সল আইডি: ৮২৯৪০০)** **পূর্বতন শাখা অফিস: ঝাড়গ্রাম (০১৮৩২০)** **মেসার্স অভিজিৎ এন্টারপ্রাইজ** **প্রোপ্রাইটর: শ্রী অভিজিৎ ঘোষ** শ্যামসুন্দরপুর, পোঃঅঃ– চন্দ্রকোনা, পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন–৭২১২০১ **শ্রী অভিজিৎ ঘোষ (বন্ধকদাতা–তথা–ঋণগ্রহীতা)** পিতা– প্রদীপ কুমার ঘোষ শ্যামসুন্দরপুর, পোঃঅঃ– চন্দ্রকোনা, পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন–৭২১২০১ **অ্যাকাউন্ট নং: ০১৮৩২১০০৩২২৮৫**	জমি ও বাড়ির সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– চন্দ্রকোনা, জে এল নং ১০৩, পরিমার্জিত এল আর খতিয়ান নং ৫২৪৪, আর এস প্লট নং ১৯১৯ ও ১৯২২, এল আর প্লট নং ২৩৩৭ ও ২৩৪০, ওয়ার্ড নং ১, হোল্ডিং নং ৪৬২/৪৬, চন্দ্রকোনা পুরসভা, জমির পরিমাপ ৭.৪০ ডেসিমেল + ৮.৬০ ডেসিমেল, মোট জমি ১৬ ডেসিমেল, এডিএসআর– চন্দ্রকোনা, পশ্চিম মেদিনীপুরে রেজিস্টার্ড দান দলিল নং I–৫৪১৬/২০১৭ এবং I–৫৪১৭/২০১৭ অনুযায়ী **সম্পত্তির শ্রী অভিজিৎ ঘোষ,** পিতা– প্রদীপ কুমার ঘোষ, নিবাস: শ্যামসুন্দরপুর, পোঃঅঃ– চন্দ্রকোনা, পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন–৭২১২০১। **সম্পত্তির চৌহদ্দি:** উত্তর– মাতৃপদ দাস; দক্ষিণ– কল্পনা ঘোষ; পূর্ব– ডোবা; পশ্চিম– পুর–রাস্তা।	ক) ২৬.০৪.২০২৪ খ) ₹৩৯,০৯,০৫৪.০০ (উনচল্লিশ লক্ষ নয় হাজার চুয়ান্ন টাকা মাত্র), তৎসহ আদায়ীকৃত অর্থাঙ্ক বাদে উদ্ভূত সুদ ও পেনাল চার্জ গ) ২৭.০৬.২০২৪ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ₹৬০,২০,০০০.০০ খ) ₹৬,০২,০০০.০০ গ) ₹৫০,০০০.০০	৩০.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে ব্যাঙ্কের জানা নেই
২.	**এআরএমবি: পশ্চিম মেদিনীপুর (সল আইডি: ৮২৯৪০০)** **পূর্বতন শাখা অফিস: মেদিনীপুর কেরানিতলা (০৩৫০০০)** **মেসার্স এডব্লুই এফএল অফ শপ** **প্রোপ্রাইটর: মহঃ জুলফিকার হোসেন** ৭২/৭৩/৬, তাঁতিগেড়িয়া, মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭২১১০১ **শ্রী সোমনাথ দে** পিতা– প্রয়াত গৌরাঙ্গ সুন্দর দে মৌজা– ভালকি, পোঃঅঃ– চাঁদড়া, থানা– মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭২১১০১ অ্যাকাউন্ট নং: ০৩৫০০০৮৭০০০০৪১৫৫	জমি ও বাড়ির সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– ভালকি, পোঃঅঃ– চাঁদড়া, থানা– কোতোয়ালি, জেলা– পশ্চিম মেদিনীপুর, জে এল নং ৭৩, খতিয়ান নং– আর এস ৫৫, এল আর ২৪১, আর এস প্লট নং– আর এস এবং এল আর ১৭৩, ১৭৫, ১৭৭, ১৭৮, ১৭৭/৩২৩, জমির পরিমাপ– ৭.১৬৬ ডেসিমেল (বাস্তু)।	ক) ২০.১০.২০১৭ খ) ₹৩৮,৪১,৬০০.৫৫ **(আটত্রিশ লক্ষ একচল্লিশ হাজার ছশো টাকা এবং পঞ্চান্ন পয়সা মাত্র), তৎসহ আদায়ীকৃত অর্থাঙ্ক বাদে উদ্ভূত সুদ ও পেনাল চার্জ** গ) ১৭.০৩.২০১৮ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ₹৪০,৯৫,০০০.০০ খ) ₹৪,০৯,৫০০.০০ গ) ₹২৫,০০০.০০	৩০.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে ব্যাঙ্কের জানা নেই
৩.	**এআরএমবি: পশ্চিম মেদিনীপুর (সল আইডি: ৮২৯৪০০)** **পূর্বতন শাখা অফিস: মেদিনীপুর (ই–ইউবিআই) (০১৮০২০)** **ঋণগ্রহীতা: মেসার্স মেসার্স ডায়মণ্ড ইলেকট্রিক কোং** **প্রোপ্রাইটর: শ্রী মহীতোষ দোলই** চন্দ্রকোনা রোড, হাই স্কুল রোড, পোঃঅঃ– সাতবাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭২১২৫৩ **প্রোপ্রাইটর: শ্রী মহীতোষ দোলই** গ্রাম– বিলা, পোঃঅঃ– সাতবাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭২১২৫৩ **জামিনদার–তথা–বন্ধকদাতা:** **শ্রী তপন কুমার মাল** পিতা– প্রয়াত অবনীকান্ত মাল গ্রাম– ভেলায়া, পোঃঅঃ– গুইয়াদহ, থানা– গড়বেতা, পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন–৭২১২৫৩ **জামিনদার–তথা–বন্ধকদাতা: শ্রী হিতলাল পাইন,** পিতা– প্রয়াত গুইরাম পাইন গ্রাম– বিলা, পোঃঅঃ– সি কে রোড, থানা– গড়বেতা, পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন–৭২১২৫৩ **অ্যাকাউন্ট নং: ০১৮০২৫০০১৫৮৯৭**	নিম্নোক্ত জমি ও বাড়ির সমবন্ধক যার অবস্থান: গ্রাম– বিলা, জে এল নং ৪৫৮, প্লট নং ১৫২/৭৮৬, আর এস খতিয়ান নং ১৪৩, এল আর নং ২১, জমির পরিমাপ ০.০৫২৫ একর, সাতবাঁকুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, পোঃঅঃ– সাতবাঁকুড়া, থানা– গড়বেতা, জেলা– পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন–৭২১২৫৩, ১৯৯৭ সালের দলিল নং I–১৬৮১ অনুযায়ী সম্পত্তির রেজিস্টার্ড **স্বত্বধারক শ্রী হিতলাল পাইন। সম্পত্তির চৌহদ্দি:** উত্তর– গ্রামীণ রাস্তা; দক্ষিণ– তরুণ পাইনের ফাঁকা জমি; পূর্ব– তরুণ পাইনের ফাঁকা জমি; পশ্চিম– এস সেলুনের বাড়ি।	ক) ০৪.০৪.২০১৭ খ) ₹৩২,৬০,৮২০.৯০ (বত্রিশ লক্ষ ষাট হাজার আটশো কুড়ি টাকা এবং নব্বই পয়সা মাত্র), তৎসহ আদায়ীকৃত অর্থাঙ্ক বাদে উদ্ভূত সুদ ও পেনাল চার্জ গ) ১২.০৬.২০১৭ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ₹১৮,৮০,০০০.০০ খ) ₹১,৮৮,০০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০	৩০.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে ব্যাঙ্কের জানা নেই
৪.	**এআরএমবি: পশ্চিম মেদিনীপুর (সল আইডি: ৮২৯৪০০)** **পূর্বতন শাখা অফিস: মেদিনীপুর কেরানিতলা (০৩৫০০০)** **মেসার্স এগরা বাজার এলএলপি** **অংশীদারগণ: মিঃ মতিউল খান এবং মিসেস সাকেরউন্নেসা বিবি** ওয়ার্ড নং ৮, পুরুষোত্তমপুর, পোঃঅঃ– এগরা, এগরা সেন্ট্রাল বাস স্ট্যান্ডের বিপরীতে, এগরা–কাঁথি রোড, জেলা– পূর্ব মেদিনীপুর, পিন–৭২১৪২৯ (পশ্চিমবঙ্গ) **মিঃ মতিউল খান,** পিতা– হানিপ খান **মিসেস সাকেরউন্নেসা বিবি,** স্বামী– মতিউল খান উভয়ের ঠিকানা: শ্রীচন্দনপুর, পোঃঅঃ– জনকাপুর, থানা– মোহনপুর, জেলা– পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন–৭২১৪৩৫ **অ্যাকাউন্ট নং: ০৩৫০০০৮৭০০০০৪৪২৯, ০৩৫০০০আইএল০০০০০০৮৭, ০৩৫০০০আইএস০০০০০১০৭ এবং ১৭৬৬০০২১০০০০৫০৭৭**	নামক চারতলা বাণিজ্যিক বাড়ির সমবন্ধক যার অবস্থান: জেলা– পূর্ব মেদিনীপুর, মৌজা– পুরুষোত্তমপুর, থানা– এগরা, খতিয়ান নং– এল আর ২১৯২, হাল খতিয়ান নং ২১৯৩, ১২৪০, ৩০০/১, ৩৫৬/২, প্লট নং ৬১৭, জে এল নং ২৪, ওয়ার্ড নং ৮, জমির পরিমাপ– ১১.৮৮৪ ডেসিমেল, দলিল নং ৬২৮৯/২০১০, ২৭১১/২০১২ এবং ১১২১/২০১৩ অনুযায়ী, এগরা পুরসভার এলাকাধীন, বাড়ির বিল্ট আপ এরিয়া ১৭১৮১.৮৮ বর্গফুট, বাণিজ্যিক বাড়ির **মালিকানা মিঃ মতিউল খান,** পিতা– মিঃ হানিপ খান (ঋণগ্রহীতা অ্যাকাউন্টের অংশীদার)–এর নামে। **চৌহদ্দি:** উত্তর– পিডব্লুডি রাস্তা; দক্ষিণ– পুরসভার রাস্তা; পূর্ব– প্রফুল্ল দাসের সম্পত্তি; পশ্চিম– বাস অ্যাসোসিয়েশনের স্বত্বাধীন ফাঁকা জমি।	ক) ১৬.০৬.২০২১ খ) ₹৫,৯৭,৬৫,০৭৫.৭৭ (পাঁচ কোটি সাতানব্বই লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার পঁচাত্তর টাকা এবং সাতাত্তর পয়সা মাত্র), তৎসহ আদায়ীকৃত অর্থাঙ্ক বাদে উদ্ভূত সুদ ও পেনাল চার্জ গ) ২৮.০৯.২০২১ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ₹২,৯০,০০,০০০.০০ খ) ₹২৯,০০,০০০.০০ গ) ₹১,০০,০০০.০০	৩০.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে ব্যাঙ্কের জানা নেই
৫.	**এআরএমবি: পশ্চিম মেদিনীপুর (সল আইডি: ৮২৯৪০০)** **পূর্বতন শাখা অফিস: মেদিনীপুর কেরানিতলা (০৩৫০০০)** **ঋণগ্রহীতা: মেসার্স এক্সেলেন্ট জোন** **প্রোপ্রাইটর: মিঃ মুরসালিন আলি মল্লিক** পিতা– নওশাদ আলি মল্লিক মিয়াঁ বাজার, পোঃঅঃ– মেদিনীপুর, থানা– কোতোয়ালি, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭২১১০১ **বন্ধকদাতা তথা ঋণগ্রহীতা:** **মিঃ মুরসালিন আলি মল্লিক** মিয়াঁ বাজার, পোঃঅঃ– মেদিনীপুর, থানা– কোতোয়ালি, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭২১১০১ বিকল্প ঠিকানা: কুলাদা, পোঃঅঃ– রামনগর গোপীনাথপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭২১৩০৫ **জামিনদার–তথা–বন্ধকদাতা:** **(১) মিঃ নওশাদ আলি মল্লিক,** পিতা– মাহিরউদ্দিন মল্লিক; **(২) আরজিয়া বিবি,** স্বামী– শুভান আলি মল্লিক; **(৩) রাফিয়া বিবি,** স্বামী– ফারকুল আলি মল্লিক; **সকলের ঠিকানা:** মিয়াঁ বাজার, পোঃঅঃ– মেদিনীপুর, থানা– কোতোয়ালি, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭২১১০১; **বিকল্প ঠিকানা:** কুলাদা, পোঃঅঃ– রামনগর গোপীনাথপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭২১৩০ **অ্যাকাউন্ট নং: ২৫৯৯০০৮৭০০০১৫২৮০**	জমি ও বাড়ির সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: গ্রাম– কুলদা, মৌজা– কুলদা, জে এল নং ২৪২, আর এস প্লট নং ১৬৩৩, এল আর প্লট নং ১৬৩৩, এল আর খতিয়ান নং ১৩০৬, পাঁচকুড়ি ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত, পোঃঅঃ– রামনগর গোপীনাথপুর, থানা– মেদিনীপুর, জেলা– পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন–৭২১৩০৫, সম্পত্তিতে অন্তর্ভুক্ত ৩ ডেসিমেল মাপের বাস্তু জমি এবং দোতলা যুগ্ম ভবন (জি+১), উপরোক্ত জমির ওপর আবাসবাড়ি। ২০১০ সালের বিক্রয় দলিল নং I–২০২০ ও I–২০২২ অনুযায়ী **সম্পত্তির স্বত্বধারক: মিঃ মুরসালিন আলি মল্লিক,** পিতা– নওশাদ আলি মল্লিক। **সম্পত্তির চৌহদ্দি:** উত্তর– পুকুর; দক্ষিণ– ৪.৫ ফুট চওড়া সাধারণ চলাচলের পরিসর; পূর্ব– নওশাদ আলি মল্লিকের সংলগ্ন বাড়ি; পশ্চিম– ৪.৫ ফুট চওড়া সাধারণ চলাচলের পরিসর।	ক) ০২.০৫.২০২৪ খ) ₹১,২৮,৮৫,৬১২.০০ (এক কোটি আঠাশ লক্ষ পঁচাশি হাজার ছশো বারো টাকা মাত্র), তৎসহ আদায়ীকৃত অর্থাঙ্ক বাদে উদ্ভূত সুদ ও পেনাল চার্জ গ) ২০.০৭.২০২৪ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ₹২২,৫০,০০০.০০ খ) ₹২,২৫,০০০.০০ গ) ₹২০,০০০.০০	৩০.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে ব্যাঙ্কের জানা নেই
৬.	**এআরএমবি: পশ্চিম মেদিনীপুর (সল আইডি: ৮২৯৪০০)** **পূর্বতন শাখা অফিস: চন্দ্রকোনা টাউন (১৬০৯২০)** **ঋণগ্রহীতা: মেসার্স শেফালি এন্টারপ্রাইজ** **প্রোপ্রাইটার: শ্রী সৌরভ দাস** নয়াগঞ্জ, পোঃঅঃ ও থানা– চন্দ্রকোনা, জেলা– পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন–৭২১২০১ **ঋণগ্রহীতা: শ্রীমতী দেবশ্রী দাস** স্বামী– শ্রী সৌরভ দাস নয়াগঞ্জ, পোঃঅঃ ও থানা– চন্দ্রকোনা, জেলা– পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন–৭২১২০১ **অ্যাকাউন্ট নং: ১৬০৯২৫০০১৭৭৮১, ১৬০৯৩০০০১১২২৮ এবং ১৬০৯২০জেওয়াই০০০০০০৭৪**	৮ ডেসিমেল বাস্তু জমি এবং বিল্ডিংয়ের সমবন্ধক যার অবস্থান: চন্দ্রকোনা, মৌজা– চন্দ্রকোনা, জে এল নং ১০৩, এল আর খতিয়ান নং ৩০৩২, বর্তমান এল আর নং ৩৮৯৭, প্লট নং সাবেক ২৪১, হাল ২৭৬, চন্দ্রকোনা পুরসভার অধীন, হোল্ডিং নং ৬৮৬/৪৬৬(৪), নয়াগঞ্জ, ওয়ার্ড নং ২, পোঃঅঃ ও থানা– চন্দ্রকোনা, জেলা– পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন–৭২১২০১, এডিএসআরও– চন্দ্রকোনা সমীপে বই নং ১, সিডি ভলিউম নং ৪, পৃষ্ঠা নং ৬২৩ থেকে ৬৩১–তে নথিভুক্ত ১৮.০৩.২০১৩ তারিখের বিক্রয় দলিল নং ১১০৭/২০১৩ অনুযায়ী **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারিণী শ্রীমতী দেবশ্রী দাস,** স্বামী– শ্রী সৌরভ দাস। **সম্পত্তির চৌহদ্দি:** উত্তর– শিবপ্রসাদ দাসের বাড়ি; দক্ষিণ– শিবপ্রসাদ দাসের সম্পত্তি; পূর্ব– পুরসভার ৮ ফুট চওড়া পিচ রাস্তা; পশ্চিম– বাদল দাসের সম্পত্তি।	ক) ১১.১০.২০২২ খ) ₹৪৮,৫৬,৫৫২.৪৪ (আটচল্লিশ লক্ষ ছাপান্ন হাজার পাঁচশো বাহান্ন টাকা এবং চুয়াল্লিশ পয়সা মাত্র), তৎসহ আদায়ীকৃত অর্থাঙ্ক বাদে উদ্ভূত সুদ ও পেনাল চার্জ গ) ০৮.০২.২০২৩ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ₹৩২,৪৫,১০০.০০ খ) ₹৩,২৪,৫১০.০০ গ) ₹২৫,০০০.০০	৩০.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে ব্যাঙ্কের জানা নেই
৭.	**এআরএমবি: পশ্চিম মেদিনীপুর (সল আইডি: ৮২৯৪০০)** **পূর্বতন শাখা অফিস: মেদিনীপুর কেরানিতলা (০৩৫০০০)** **মেসার্স মোহন সেলস কর্পোরেশন** **প্রোপ্রাইটর: দেবাশিস দে** পিতা– মধুসূদন দে সঙ্গত বাজার, পোঃঅঃ– মেদিনীপুর, থানা– কোতোয়ালি, জেলা– পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন–৭২১১০১, পশ্চিমবঙ্গ **মিঃ দেবাশিস দে,** পিতা– মধুসূদন দে পোঃঅঃ– বক্সীবাজার, থানা– কোতোয়ালি, জেলা– পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন–৭২১১০১, পশ্চিমবঙ্গ **বিকল্প ঠিকানা:** পোঃঅঃ– বক্সীবাজার, থানা– কোতোয়ালি, জেলা– পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন–৭২১১০১, পশ্চিমবঙ্গ **মিঃ অনুপ কুমার দে (বন্ধকদাতা)** পিতা– মধুসূদন দে পোঃঅঃ– বক্সীবাজার, থানা– কোতোয়ালি, জেলা– পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন–৭২১১০১, পশ্চিমবঙ্গ **মিঃ আবিরলাল দে (বন্ধকদাতা)** পিতা– মধুসূদন দে, পোঃঅঃ– বক্সীবাজার, থানা– কোতোয়ালি, জেলা– পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন–৭২১১০১, পশ্চিমবঙ্গ **মিঃ রঞ্জিত দে,** পিতা– মধুসূদন দে পোঃঅঃ– বক্সীবাজার, থানা– কোতোয়ালি, জেলা– পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন–৭২১১০১, পশ্চিমবঙ্গ **অ্যাকাউন্ট নং: ০৩৫০০০৮৭০০০০৪৪৯২, ০৩৫০০০৯৩০০০২৩৭৩৯, ০৩৫০০০ইজি০০০০০৩২৩ এবং ০৩৫০০০আইএল০০০০০০৬৯**	নিম্নোক্ত জমি ও বাড়ির সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– বিবিগঞ্জ, থানা– মেদিনীপুর, জেলা– পশ্চিম মেদিনীপুর, জে এল নং ১৮০, আর এস প্লট নং ১৬৫২, ১৬৫৬, ১৬৫৭, ১৬৫৮, ১৬৬০, এল আর প্লট নং ২২১৭, ২২১৯, ২২১৮, ২২১৬, ২২১৫, এল আর খতিয়ান নং ২০১৪, ২০১৫, ২০১৬, ২০১৭, ২০১৮, হাল খতিয়ান নং ২৬৬, হোল্ডিং নং ৯৭৩, ওয়ার্ড নং ১৫, মেদিনীপুর পুরসভা, জমির পরিমাপ– ৩.০৭ ডেসিমেল, দলিল নং I–৪৬৪৩/২০০১ এবং I–৫৪৯১/২০০১ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শ্রী কিশোর কুমার দে, শ্রী দেবাশিস দে, শ্রী অনুপ কুমার দে, শ্রী আবিরলাল দে এবং শ্রী রঞ্জিত দে, সকলের পিতা– শ্রী মধুসূদন দে। সম্পত্তির চৌহদ্দি: উত্তর– স্বপন দে'র বাড়ি; দক্ষিণ– পরিসর এবং মোহন করের সম্পত্তি; পূর্ব– শেখ জালালুদ্দিনের বাড়ি; পশ্চিম– অন্যের বাড়ি।	ক) ২৭.০২.২০২৩ খ) ₹২৪,৯৫,৭৭০.৯৬ (চব্বিশ লক্ষ পঁচানব্বই হাজার সাতশো সত্তর টাকা এবং ছিয়ানব্বই পয়সা মাত্র), তৎসহ আদায়ীকৃত অর্থাঙ্ক বাদে উদ্ভূত সুদ ও পেনাল চার্জ গ) ২০.০৫.২০২৩ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ₹৩০,৫০,০০০.০০ খ) ₹৩,০৫,০০০.০০ গ) ₹২৫,০০০.০০	৩০.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে ব্যাঙ্কের জানা নেই
৮.	**এআরএমবি: পশ্চিম মেদিনীপুর (সল আইডি: ৮২৯৪০০)** **পূর্বতন শাখা অফিস: ঘাটাল (ই–ইউবিআই) (০১৮১২০)** **ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা:** **শেখ সাইলাল আলি,** পিতা– শেখ সুলতান আলি পোঃঅঃ– রথীপুর, থানা– ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন–৭২১২১২ **ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা:** **মিসেস মৌসুমী মাজি শেখ,** স্বামী– শেখ সাইলাল আলি পোঃঅঃ– রথীপুর, থানা– ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন–৭২১২১২ **অ্যাকাউন্ট নং: ০১৮১৩০০০৬৪০২৬, ০১৮১৩০০০৬৬২০০ এবং ০১৮১৩০০০৬৬৩৫২**	**সম্পত্তি নং ১:** উপরিস্থিত বাড়ি সমেত 'বাস্তু' জমি বিশিষ্ট সম্পত্তির সমবন্ধক যার অবস্থান: জে এল নং ৫৮, এল আর খতিয়ান নং ৪১৩, হাল এল আর ৫৬৯, এল আর প্লট নং ৬৭, জমির পরিমাপ ১০.৯৬১ ডেসিমেল বা ১১ ডেসিমেল (বাস্তু) এবং এল আর প্লট নং ৬৭/৫০৫ অনুযায়ী জমির পরিমাপ ৬.৮২৫ ডেসিমেল (বাস্তু), মৌজা– রঘুনাথ কুণ্ডু, থানা– ঘাটাল, জেলা– পশ্চিম মেদিনীপুর, ৫ নং বীরসিংহ গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, এডিএসআর– ঘাটালে নিবন্ধীকৃত ১৪.০৩.২০১৮ তারিখের বিক্রয় দলিল নং ১০৮১/২০১৮ এবং ১৬.০৩.২০১৮ তারিখের বিক্রয় দলিল নং ১১১৪/২০১৮ অনুযায়ী মোট জমি ১৭.৭৮৬ ডেসিমেল (বাস্তু), **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শেখ সাইলাল আলি,** পিতা– শেখ সুলতান আলি। **সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর– মৌসুমী মাজি; দক্ষিণ– নন্দ দলুই; পূর্ব– নিতাই দলুই; পশ্চিম– আরতি ওঝা। **সম্পত্তি নং ২:** উপরিস্থিত বাড়ি সমেত 'বাস্তু' জমি বিশিষ্ট সম্পত্তির সমবন্ধক যার অবস্থান: জে এল নং ৫৮, এল আর খতিয়ান নং ৪১৩, হাল এল আর ৫৭১, এল আর প্লট নং ৬৬, জমির পরিমাপ ১৩ ডেসিমেল (বাস্তু), এডিএসআর– ঘাটালে নিবন্ধীকৃত ১৪.০৩.২০১৮ তারিখের দলিল নং ১০৮০/২০১৮ অনুযায়ী এবং এল আর প্লট নং ৬৬/৫০৪, জে এল নং ৫৮, জমির পরিমাপ ৮ ডেসিমেল, এডিএসআর– ঘাটালে নিবন্ধীকৃত ১৬.০৩.২০১৮ তারিখের দলিল নং ১১১৫/২০১৮ অনুযায়ী, মৌজা– রঘুনাথ কুণ্ডু, থানা– ঘাটাল, জেলা– পশ্চিম মেদিনীপুর, মোট জমি ২১ ডেসিমেল (বাস্তু), **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারিণী মিসেস মৌসুমী মাজি শেখ,** স্বামী– শেখ সাইলাল আলি। **সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর– শিবপ্রসাদ মাইতির সম্পত্তি; দক্ষিণ– শেখ সৈয়দের সম্পত্তি; পূর্ব– নিতাই দলুইয়ের সম্পত্তি; পশ্চিম– আরতি ওঝার সম্পত্তি।	ক) ০১.০৬.২০২১ এবং ০৪.০৬.২০২১ খ) ₹৫০,৬৫,৫৭৮.৯২ (পঞ্চাশ লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার পাঁচশো আটাত্তর টাকা এবং বিরানব্বই পয়সা মাত্র), তৎসহ আদায়ীকৃত অর্থাঙ্ক বাদে উদ্ভূত সুদ ও পেনাল চার্জ গ) ১৭.০৮.২০২৪ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ১) ₹৩৩,৪৬,০০০.০০ ২) ₹১৮,৭০,০০০.০০ খ) ১) ₹৩,৩৫,০০০.০০ ২) ₹১,৮৭,০০০.০০ গ) ১) ₹২৫,০০০.০০ ২) ₹১০,০০০.০০	৩০.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে ব্যাঙ্কের জানা নেই
৯.	**এআরএমবি: পশ্চিম মেদিনীপুর (সল আইডি: ৮২৯৪০০)** **পূর্বতন শাখা অফিস: গড়বেতা (০৪৮২২০)** **মিঃ বেদ প্রকাশ গুপ্ত** পিতা– ভোলা প্রসাদ গুপ্ত গ্রাম– গণকবন্দি (সুকান্ত পল্লী), পোঃঅঃ– আমলাগড়া, থানা– গড়বেতা, জেলা– পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন–৭২১১২১ **মিসেস কবিতা গুপ্ত (জামিনদার),** স্বামী– মিঃ বেদ প্রকাশ গুপ্ত গ্রাম– গণকবন্দি (সুকান্ত পল্লী), পোঃঅঃ– আমলাগড়া, থানা– গড়বেতা, জেলা– পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন– ৭২১১২১ **অশ্বিনী সাহা (জামিনদার),** পিতা– রঞ্জিত সাহা গ্রাম ও পোঃঅঃ– আমলাগড়া, থানা– গড়বেতা, জেলা– পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন– ৭২১১২১ **অ্যাকাউন্ট নং: ০৪৮২২৫০০৩৩৬৫৫**	সামান্য কমবেশি ৩.৩ ডেসিমেল 'বাস্তু' জমির সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: সুকান্ত পল্লী, গ্রাম– গণকবন্দি, মৌজা– গণকবন্দি, জে এল নং ৪৮৮, এল আর প্লট নং ৪৩৯/৫২২, আর এস খতিয়ান নং ১২০, এল আর খতিয়ান নং ১৭২/১ (১৭২/২), আমলাগড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, পোঃঅঃ– আমলাগড়া, থানা– চন্দ্রকোনা, জেলা– পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন–৭২১১২১, ০৮.০৭.১৯৯৪ তারিখের রেজিস্টার্ড বিক্রয় দলিল নং ৩৩১০ অনুযায়ী সম্পত্তির **স্বত্বাধিকারী শ্রী বেদ প্রকাশ গুপ্ত ওরফে প্রসাদ গুপ্ত,** পিতা– ভোলা প্রসাদ গুপ্ত। **সম্পত্তির চৌহদ্দি:** উত্তর– একই প্লট; দক্ষিণ– একই প্লট; পূর্ব– ড্রেন, তার পরে পিসিসি রাস্তা; পশ্চিম– পরিসর এবং অন্যের জমি।	ক) ২৫.১০.২০১৩ খ) ₹৪১,৬২,৭৫৮.৬৩ (একচল্লিশ লক্ষ বাষট্টি হাজার সাতশো আটান্ন টাকা এবং তেষট্টি পয়সা মাত্র), তৎসহ আদায়ীকৃত অর্থাঙ্ক বাদে উদ্ভূত সুদ ও পেনাল চার্জ গ) ২২.০৫.২০১৪ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ₹১১,৯০,০০০.০০ খ) ₹১,১৯,০০০.০০ গ) ₹১০,০০০.০০	৩০.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে ব্যাঙ্কের জানা নেই

–: ই–নিলাম বিক্রির শর্ত ও নিয়মাবলি :–

এই বিক্রয় সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–তে নির্ধারিত শর্ত ও নিয়মাবলির পাশাপাশি নিম্নলিখিত অতিরিক্ত শর্তসাপেক্ষে আয়োজিত হবে:

১. এই বিক্রয় সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–তে নির্ধারিত শর্ত ও নিয়মাবলির পাশাপাশি নিম্নলিখিত অতিরিক্ত শর্তসাপেক্ষে আয়োজিত হবে এবং এই নিলাম **'অনলাইন ই–নিলাম'** পদ্ধতিতে **https://baanknet.com** পোর্টালের মাধ্যমে আয়োজিত হবে।
২. আগ্রহী বিডারগণ/ক্রেতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যাতে তাঁরা নিজেদের মোবাইল নম্বর এবং ই–মেল আইডি ব্যবহার করে **https://baanknet.com** পোর্টালে রেজিস্টার করেন। ই–কেওয়াইসির কাজটি ডিজিলকারের মাধ্যমে করতে হবে। ই–কেওয়াইসি হয়ে গেলে আগ্রহী বিডার/ক্রেতারা প্রয়োজনীয় ইএমডি অর্থাঙ্ক চালান মোডের জন্য অনলাইন পেমেন্ট কাজে লাগিয়ে তাঁদের ই–ওয়ালেটে স্থানান্তর করে দেবেন। ইএমডি জমার শেষ তারিখ ও সময়ের আগেই ওই পোর্টালে সম্পত্তির সঙ্গে ইএমডি অর্থাঙ্ক যুক্ত হতে হবে। ইএমডি জমা শেষের তারিখ ও সময়/ নিলামের আগে যথেষ্ট সময় হাতে থাকতেই রেজিস্ট্রেশন, ই–কেওয়াইসি যাচাই, ওয়ালেটে ইএমডি স্থানান্তর ইত্যাদি কার্যাবলি সম্পন্ন করে রাখতে হবে।
৩. ওপরে উল্লিখিত বায়না জমা (ইএমডি) অর্থাঙ্ক ই–ওয়ালেটে জমা দেওয়ার পরে তা সম্পত্তির সঙ্গে অবশ্যই যুক্ত করতে হবে। ইএমডি জমার শেষ তারিখ ও সময়ের আগে যে বিডার অনলাইনে প্রয়োজনীয় ইএমডি যুক্ত করবেন না, তাঁকে ই–নিলামে অংশ নিতে দেওয়া হবে না। বায়না জমার ওপর কোনও সুদ দেওয়া হবে না।
৪. ই–নিলামের প্ল্যাটফর্ম **(https://baanknet.com)** দেবে ই–অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার **মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স, রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা: ইউনিট ১, থার্ড ফ্লোর, ভিআইওএস কমার্শিয়াল টাওয়ার, ওয়াডালা ট্রাক টার্মিনালের কাছে, ওয়াডালা ইস্ট, মুম্বই–৪০০০৩৭ (যোগাযোগের ফোন নম্বর ও টোল ফ্রি নম্বর: +৯১–৮২৯১২২০২২০, ই–মেল আইডি: support.BAANKNET@psballiance.com)**। ই–অকশন সার্ভিস প্রোভাইডারের **https://baanknet.com** ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আগ্রহী বিডারগণ/ক্রেতাগণ ই–নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবেন। ই–নিলামের প্রশিক্ষণ/প্রদর্শন এই পোর্টালেই এই সার্ভিস প্রোভাইডার দেবে।
৫. বিক্রির সাধারণ শর্ত ও নিয়মাবলি সংবলিত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি নিম্নলিখিত ওয়েবসাইট/ওয়েব পেজ পোর্টালে দেওয়া আছে: **(১) https://baanknet.com; (২) www.pnbindia.in**।
৬. ই–নিলামে অংশ নিতে আগ্রহীরা বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির কপি, ই–নিলামের শর্ত ও নিয়মাবলি, এই ই–নিলামের অপারেশনাল পার্টের হেল্প ম্যানুয়াল ইত্যাদি নথিগুলি **https://baanknet.com** পোর্টাল থেকে বিনামূল্যে ডাউনলোড করে নিতে পারেন।
৭. বিডিংয়ের সময় বিডারের গ্লোবাল ওয়ালেটে যথেষ্ট ব্যালান্স (ইএমডি অর্থাঙ্কের সমান বা বেশি) থাকতেই হবে।
৮. ই–নিলামের সময় বিডাররা আপসমূলক বিডিংয়ে ওপরে সংশ্লিষ্ট ক্রমের পাশে উল্লিখিত সর্বশেষ বিড অর্থাঙ্ক অপেক্ষা বেশি মূল্যের বিড দিতে অনুমতি পাবেন এবং সর্বশেষ সর্বাধিক বিডারের পেশ করা দরের ওপর উপরিলিখিত বিড বিবর্ধন অর্থাঙ্কের গুণিতকে পরবর্তী উচ্চতর বিড পেশ করতে হবে। পরবর্তী উচ্চতর বিড দাখিলের জন্য দশ মিনিট সময় বরাদ্দ হবে এবং সর্বাধিক বিড জমা পড়ার পরবর্তী দশ মিনিটের মধ্যে আর কোনও উচ্চতর বিড জমা না পড়লে ই–নিলাম বন্ধ হয়ে যাবে।
৯. এই বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি, ই–নিলামের শর্ত ও নিয়মাবলি, ই–নিলামের অপারেশনাল পার্ট ভাল করে পড়ে নেওয়ার দায়িত্ব আগ্রহী বিডার(গণ)–এর এবং তাঁদের এগুলি কঠোরভাবে মেনে চলতে বলা হচ্ছে।
১০. ই–নিলাম চলাকালীন কোনও সহায়তার দরকার হলে কিংবা কোনও সমস্যায় পড়লে আমাদের ই–অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার **মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ**–এর অনুমোদিত প্রতিনিধির সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে, যার বিশদ তথ্যাবলি BAANKNET পোর্টালে **(https://baanknet.com)** দেওয়া আছে।
১১. অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা ই–নিলাম চূড়ান্ত হওয়ার পর কেবলমাত্র সফল বিডারকে উপরিলিখিত আমাদের ই–অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার দ্বারা এসএমএস/ই–মেলের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে (সার্ভিস প্রোভাইডারের কাছে সংশ্লিষ্ট বিডারের তরফে দেওয়া রেজিস্টার্ড মোবাইল নম্বর/ই–মেল ঠিকানায়)।
১২. নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্যের কমে সুরক্ষিত পরিসম্পদ বিক্রি করা হবে না।
১৩. সফল বিডারকে ইতিমধ্যে জমাকৃত ইএমডি অর্থাঙ্ক সমন্বয় করে বিড অর্থাঙ্কের ২৫% (পঁচিশ শতাংশ) একই দিনে অথবা পরবর্তী কাজের দিনের মধ্যে এবং বাকি অর্থাঙ্ক নিলামের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে **'The Authorised Officer, Punjab National Bank,** A/c (অ্যাকাউন্টের নাম)'–এর অনুকূলে কোনও তফসিলভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক থেকে ....–তে প্রদেয় (স্থানের নাম লিখতে হবে) ব্যাঙ্কারস চেক/ ডিমান্ড ড্রাফ্টরূপে জমা দিতে হবে। ওপরে নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে এই অর্থাঙ্ক জমা দিতে ব্যর্থ হলে, সফল বিডার দ্বারা জমাকৃত যাবতীয় অর্থাঙ্ক এই ব্যাঙ্ক বাজেয়াপ্ত করবে এবং এই সম্পত্তি পুনরায় নিলাম/বিক্রি করার অধিকার অনুমোদিত আধিকারিকের থাকবে এবং এমন ক্ষেত্রে খেলাপকারী ক্রেতা ওই সম্পত্তি কিংবা সম্পত্তির বিক্রয়মূল্যের ওপর কোনও দাবি জানাতে পারবেন না।
১৪. সফল বিডার দ্বারা এই ব্যাঙ্ককে প্রদেয় বিক্রয়মূল্য ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট, ১৯৬১–এর ১৯৪–১এ ধারাধীনে টিডিএস সাপেক্ষ হবে এবং বিড অর্থাঙ্কের বাকি ৭৫% বা পুরো জমারাশি আদায় দেওয়ার সময় সফল ক্রেতাকে টিডিএস বাবদ অর্থাঙ্ক জমা দিতে হবে।
১৫. অনুমোদিত আধিকারিক সর্বাধিক বিড এবং/বা যে কোনও বিড গ্রহণে বাধ্য নন এবং কোনও কারণ না দেখিয়ে যে কোনও বা সমস্ত বিড বাতিল করা, এমনকি এই বিক্রির শর্তাবলি বদলানো, সংশোধন, বাতিল করার অধিকার সম্পূর্ণত বহাল রাখেন।
১৬. পুরো অর্থাঙ্ক বুঝে পাওয়ার পর উক্ত অ্যাক্টের সংস্থান অনুযায়ী সফল বিডারের অনুকূলে বিক্রয় সার্টিফিকেট ইস্যু করা হবে।
১৭. **'যেখানে যেমন আছে', 'যেভাবে আছে', 'যা কিছু আছে'** ভিত্তিতে সম্পত্তিগুলি বিক্রি হবে।
১৮. ওপরের তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তির বিবরণ অনুমোদিত আধিকারিক/ এই ব্যাঙ্কের সর্বশেষ জ্ঞান ও তথ্যানুসারের ভিত্তিতে উল্লিখিত। ঘোষণাপত্রে কোনও ভুল, অনুল্লেখ বা ত্রুটির জন্য অনুমোদিত আধিকারিক/ এই ব্যাঙ্ক জবাবদিহি করতে দায়বদ্ধ থাকবে না।
১৯. নিজেদের বিড জমা দেওয়ার আগে নিলামে তোলা পরিসম্পদ ও তার স্পেসিফিকেশন খতিয়ে দেখে নিঃসন্দেহ হয়ে নেওয়ার দায়িত্ব বিডারদের ওপরই বর্তাবে। প্রদত্ত তথ্যাবলি অনুযায়ী সম্পত্তি পরিদর্শনের জন্য বিডাররা ডিলিং অফিশিয়ালের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।
২০. রেজিস্ট্রেশন চার্জ, স্ট্যাম্প ডিউটি, কর ইত্যাদি সমেত যাবতীয় বিধিবদ্ধ বকেয়া/ অ্যাটেন্ড্যান্ট চার্জ/ অন্যান্য বকেয়া ক্রেতাকেই বহন করতে হবে।
২১. সরকার বা অন্য কোনও পক্ষের কাছে নিলাম হতে চলা সম্পত্তির ওপর ব্যাঙ্ক অবগত নয় এমন যে কোনও প্রকারের চার্জ, লিয়েন, দায় বা অন্য কোনও বকেয়ার জন্য অনুমোদিত আধিকারিক বা এই ব্যাঙ্ক দায়ী থাকবে না। সম্পত্তি সংক্রান্ত বিধিবদ্ধ দায়, বকেয়া সম্পত্তি কর, বকেয়া বিদ্যুৎ বিল ইত্যাদি সম্পর্কে স্বাধীনভাবে নিজস্ব অনুসন্ধান করে জেনে নেওয়ার জন্য আগ্রহী দরদাতাদের প্রতি পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
২২. যথাযথ ইন্টারনেট সংযোগ, পাওয়ার ব্যাক আপ ইত্যাদির মতো ব্যাপারগুলি বিডারদের নিজেদেরই নিশ্চিত করে নিতে হবে। ইন্টারনেট ফেলিওর, পাওয়ার ফেলিওর বা টেকনিক্যাল কোনও কারণ বা ই–নিলামকে প্রভাবিত করতে পারে এমন কোনও কারণ/পরিস্থিতির জন্য এই ব্যাঙ্ক দায়ী থাকবে না।
২৩. প্রতিনিধি নিয়োগ করা এবং নিজেদের তরফে নিলামে অংশ নেওয়ার অধিকার এই ব্যাঙ্কের থাকবে।
২৪. বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহ করে **https://baanknet.com** এবং **www.pnbindia.in** ওয়েবসাইট দেখুন।

তারিখ: ১১.০৬.২০২৬
স্থান: পশ্চিম মেদিনীপুর

স্বাঃ– মিঃ রাজেশ কুমার, অনুমোদিত আধিকারিক
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক